বিআর১১

আমনের মোটা ধান
বিআর১১ রেখেছে মান

ফ্যাক্ট শীটঃ আমন ধান

জাত পরিচিতি

বিআর১১ একটি অতি পরিচিত আমন ধানের জাত। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ১৯৮০ সালে এ জাত উদ্ভাবন করেছে। বিআর১১ বা মুক্তা বাংলাদেশে সর্বাধিক জনপ্রিয় জাত।

বিআর১১

জাতের বৈশিষ্ট্য

- এর উচ্চতা ১১৫ সেন্টিমিটার।
- চাল মাঝারি মোটা।
- ফুল ফোটার সময় ধানের ছড়া ডিগপাতার উপরে থাকে বিধায় সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

বিআর১১-এর ৩০ দিনের চারা প্রায় ৩৫ সেন্টিমিটার লম্বা হয়। ফলে ২০-২৫ সেন্টিমিটার (৮-১০ ইঞ্চি) পানি জমে থাকে এমন জমিতেও সহজে রোপণ করা যায়।

জীবনকাল

এর জীবনকাল ১৪৫ দিন।

ফলন

হেক্টর প্রতি ৬.৫ টন।

১৯৭৬ সালে মেক্সিকোতে হেক্টর প্রতি ১৪.৫ টন ফলন দিয়ে বিআর১১ বিশ্বে রেকর্ড সৃষ্টি করে।

চাষাবাদ পদ্ধতি

১. **বীজতলায় বীজ বপন ঃ** ১-৩০ আষাঢ় (১৫ জুন-১৫ জুলাই)।
২. **চারার বয়স ঃ** ৩০-৪০ দিন।
৩. **রোপণ দূরত্ব ঃ** ২৫ X ১৫ সেন্টিমিটার।
৪. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা) ঃ**

ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম	জিঙ্ক
২৪	১৩	৯.৫	৮	১.৫

৪.২ ইউরিয়া সার সমান ৩ কিস্তিতে জমি তৈরির শেষ পর্যায়ে, রোপণের ২০-২৫ এবং ৬০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে। তবে এলসিসি ভিত্তিক ইউরিয়া প্রয়োগ করাই উত্তম।

৫. **আগাছা দমন ঃ** রোপণের অন্তত ৩০-৪০ দিন পর পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে।
৬. **সেচ ব্যবস্থাপনা ঃ** ধানের চাল শক্ত হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনে সম্পূরক সেচ দিতে হবে।
৭. **রোগবালাই দমন ঃ** অনুমোদিত বালাই দমন ব্যবস্থা অনুসরণ করতে হবে।
৮. **ফসল পাকা ও কাটা ঃ** ২০ কার্তিক-২০ অগ্রহায়ণ (৫ নভেম্বর-৫ ডিসেম্বর)।

মন্তব্যঃ তবে সম্প্রতি এ ধানে রোগ বালাই-এর উপদ্রব লক্ষণীয়। এ কারণে নাবী রোপণের জন্য সুবিধাজনক নয়।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষনা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd